সতীব্যবহারণ

মহোদয় নীল্ সাহেবের ইংরাজী

গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত।

কলিকাতা।

ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৭৮৩ শক।

ফাল্গুন।

বিজ্ঞাপন।

মহোদয় নীল সাহেবের গ্রন্থ হইতে এই গার্টর নামক বিষয়টির অনুবাদ করিলাম। এই ক্ষুদ্র অনুবাদ হইতে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা, যদি সতী স্ত্রীর কিরূপ আচার ব্যবহার বিহিত, তাহা শিক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলেই আমার শ্রম সফল হয়। আমি গার্টরের মনোহর ইতিবৃত্তটি পাঠ করিয়া, এরূপ বিমোহিত হইয়াছিলাম যে তাহা স্বদেশ ভাষায় অনুবাদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। ইহাতে ক্যাথারিন নাম্নী বিধবা স্ত্রীর, সত্যের প্রতি আস্থা, এবং অতুল পিতৃ স্নেহের বিষয়টি পাঠ করিলে, নিসঃন্দেহ প্রতীতি হইবে যে, ইনি স্ত্রীজাতির অবমান ভূমি। ইহার দ্বারা অন্ততঃ যদি একটি স্ত্রী লোকও সতী ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত দর্শাইতে পারেন, তাহা হইলে আমার নবানুরাগ অবশ্যই

কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে। আমি এই অনু- বাদ বিষয়ে ইংরাজীর অবিকল ভাব রক্ষা করিতে যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কত দূর কৃত- কার্য্য হইয়াছি তাহা পাঠকদিগের পরীক্ষাধীন। অতপরঃ ইহা সর্ব্বত্র পরিগৃহীত এবং পাঠকবর্গের রুচিকর হইলেই আমার এই নবোদ্যম পুরস্কৃত হয়। এই আমার প্রথম প্রযত্ন।

ইংরাজী নাম বাঙ্গলাভাষার মধ্যে একাদিক্রমে সন্নিবেশিত হইলে পাঠকালে, পাঠকগণের নিতান্ত কর্ক্কশ ও নীরস বোধ হয়, এই নিমিত্ত সূচীপত্র করিয়া স্থানেং ইংরাজী নামের পরিবর্ত্তে কত- কগুলি, বঙ্গভাষার অনুকূল নাম সঙ্কলিত হইল। ইহা দ্বারা বাঙ্গলার কর্ক্কশ ভাব পরিহার হইতে পারে। ইংরাজি নাম দেখিবার ও জানিবার আবশ্যক হইলে ঐ সূচীপত্র সন্দর্শন করিলেই হইতে পারে। এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে, ইংরাজী অনুবাদিত গ্রন্থের নীরসভাব নিরাকৃত হইতে পারে, এই বিবেচনা করিয়া নবীন রীতির অনুবর্ত্তী হইলাম।

পরিশেষে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া উৎসাহ দেন। বলিতে কি ইহা যে

পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইল, তাঁহার উৎসাহই ইহার প্রধানও মূল কারণ বলিতে হইবে। অনন্তর আমি এই বলিয়া পাঠকদিগের নিকট বিদায় লইতেছি, যে তাঁহারা যেন ইহার নব প্রসূত "সতী-ব্যবহার " নামটি দেখিয়া বিস্মিত না হন। ইহাতে সতীর দৃষ্টান্ত আছে বলিয়াই, আমি ইহাকে এই নামে সকলের নিকট পরিচয় [illegible]ম।

সূচী পত্র।

(১) তৃতীয় এডওয়ার্ড—প্রেমমুগ্ধ রাজা।

(২) রবার্ট ব্রুস্—সুবিচক্ষণ সেনাপতি।

(৩) উইলিয়ম মন্টাকিউট, সালিসবরির আর্ল—প্রসিদ্ধ সেনাপতি,ও ক্যাথারিনের স্বামী।

(৪) বেরন ডিগ্রাণ্ডিসন্—দূরদর্শী মন্ত্রি, ক্যাথরিণের পিতা।

(৫) ক্যাথারিন্ ডিগ্রাণ্ডিসন্—সাধ্বী স্ত্রী।

(৬) সার উইলিয়মট্রুসেল—রাজ প্রসাদ লোভী ধূর্ত্ত।

(৭) হেনল্টের ফিলিপা—মহারাজের ভাবী স্ত্রী
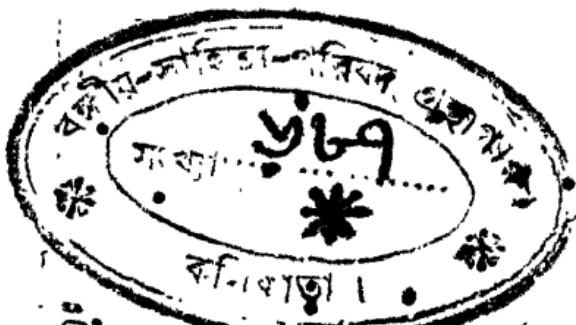
সতীব্যবহার।

ইংলণ্ডাধিপতি তৃতীয় এডওয়ার্ড* সুসমৃদ্ধ রাজ্য শাসন আরম্ভ করিবার অব্যবহিত পরেই স্কট্‌লণ্ডের আধিপত্য প্রাপ্ত হন। সুতরাং ইউ-রোপীয় লোকের নয়ন মন তাঁহার দিকেই প্রধা-বিত হয়। প্রকৃতি এবং সৌভাগ্য যেন এক মতা-বলম্বী হইয়া ইহাঁকে অন্যান্য সম্রাট্ হইতে বিশিষ্ট করিয়াছিল। তিনি দীর্ঘকায়, সুন্দরাকৃতি এবং এমনি মহানুভাব ও প্রভাবশালী ছিলেন, যে তাঁহাকে দেখিবা মাত্রই লোকের মনে ভক্তি ও সম্মানের আবির্ভাব হইত। তাঁহার কথা বার্ত্তা সরলতা, বিনয় এবং গাম্ভীর্য্যের সহিত মিলিত ছিল। তিনি কোমলস্বভাব, অনুগ্রহ-পর, হিতকাম, ও অনুবিধায়ী ছিলেন। যদিও তিনি তৎকালে এক জন সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা ও নীতি-কুশল রাজকুমার ছিলেন, তথাপি তদীয় স্বভাবে সুশীলতা, সরলতা এবং নিরহঙ্কার ভাব পূর্ণ ছিল।

* এস্থলে রাজার নামটি সমভাবেই রাখা গেল। ১।

তাঁহার অন্তঃকরণে জয়েচ্ছা বিলক্ষণ জাগরূক ছিল। কিন্তু যে অনুরাগকে অতি অল্প লোক পরাজয় করিতে পারে, যাহা হইতে মানব জাতির সমস্ত সদসৎকর্ম্মের উৎপত্তি হয়, কুমার এডওয়ার্ড সেই প্রেমানুরাগের কিছুই জানিতেন না ফলতঃ কি উপায়ে তাঁহার দুর্ভাগ্য পিতার দুর্ব্বল হস্তস্খলিত রাজ্য সকলের পুনরুদ্ধার হয়, কেবল ইহাই তাঁহার একমাত্র কীর্ত্তি স্পৃহা। পূর্ব্বকালীন ইংলণ্ডের সম্রাটেরা সন্নিহিত (২) কোন রাজ্য লাভ করিবার, যেমন প্রিয়তম কল্পনা মনে করিতেন, ইহাঁর মনেও সেই সকল বাসনা জাগ্রত থাকিত। ইহাঁর সাম্রাজ্য কালের অনতিপূর্ব্বে একজন সুবিচক্ষণ সেনাপতি গতাসু হন। এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী যদিও সমান সাহসিক, তথাপি তাঁহার জন্যই স্কটলণ্ডের স্বাধীনতা অচিরে নষ্ট হয়।

এই সম্রাটের উপযুক্ত কতক গুলি পরিচারক ছিল। তন্মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ সেনাধ্যক্ষ (৩) ফ্র্যাশিস ও স্কটদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া একদা জয় ও বিশেষ সম্মান লাভ করেন। তন্নিবন্ধন তিনি স্বদেশীয় রাজানুগ্রহে সালিস্‌বরি প্রদেশের আর্ল* পদবীতে অভিষিক্ত হন। এত

* ভদ্রবংশোদ্ভব দিগের উপাধি।

দবস্থায় যাহাতে মহারাজের অনুগ্রহের হ্রাস না হয় ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। রাজাও তাঁহার ঈদৃশ গুণের পরিচয় পাইয়া আপনার দূরদর্শী মন্ত্রীর (৪) জ্যেষ্ঠা কন্যাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিতে অনুমোদন করিলেন।

শেষোক্ত মহাত্মার কন্যা (৫) এপর্য্যন্ত কখন রাজসভায় উপস্থিত হন নাই। তিনি একাকিনী গ্লষ্টর দেশের দুর্গে বাস করিতেন। প্রভাবশালিনী মূর্ত্তি ও রাজকীয় পাদ বিক্ষেপের সহিত স্বর্গীয় বিদ্যাধরী সদৃশ অঙ্গসৌষ্ঠব থাকাতে ইহাঁকে অধিকতর মনোহারিণী করিয়াছিল। আমরা যেমন সচরাচর গ্রীক দেশীয় প্রতিকৃতি দেখিয়া বিষাদিত হই এবং মনে করি যেন ইহারা কোন উপদেবের মানস কল্পিত, তেমনি ইহাঁর মুখশ্রীতেও, অতি প্রাচীন কালীন সুবিজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ ও নিষ্কলঙ্ক প্রতিভার প্রত্যক্ষ হইত। বলিতে কি তাঁহার মুখে যার পর নাই শোভা ছিল; চক্ষুদ্বয় গাঢ় নীলবর্ণ। এবং তাঁহার কণ্ঠ স্বরে, অনুপম মহাজনভাব, ক্ষমতা ও মাধুর্য্য প্রকাশ পাইত। ইনি যে পরিমাণে শারীরিক কমনীয় কান্তি বিশিষ্টা ছিলেন, স্বভাবজাত এবং অর্জ্জিত মানসিক সদ্‌গুণালঙ্কারে ততোধিকই বিভূষিতা। এই সকল গুণে তাঁহার বিনয় ও

সৌজন্য ভাব সম্মিলিত থাকায়, তিনি পরিচিত ব্যক্তিদিগের নিকট আরাধ্য দেবীর ন্যায় প্রতীত হইতেন।

ইহাঁর পিতাও, রাজার ন্যায় গম্ভীর স্বভাব এবং মহাশয় ছিলেন। তিনি নিতান্ত নম্র বা একান্ত প্রেমপ্রত্যাশী ছিলেন না। কিন্তু যাহাতে সকলের প্রতি সুবিচার ও ন্যায়াচরণ হয়, তজ্জন্য অবিচলিত চিত্তে ও নিদারুণ হইয়াও কার্য্য সমাধান করিতেন। রাজ প্রাসাদে থাকিয়া তোষামোদবর্জ্জিত বচনে রাজার সমুচিত সম্মান করিতেন, কিন্তু তোষামোদকারীর ন্যায় আপনাকে কখনই নীচপদস্থ করিতে পারেন নাই। তিনি রাজার নিমিত্ত আপন প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বকীয় মান রক্ষা করা রাজ্য অপেক্ষাও প্রিয়তর ছিল। সম্রাট এবং তাঁহার সাম্রাজ্যের প্রিয় কার্য্য সাধনের পরই তাঁহার এক মাত্র কন্যাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। অতএব তিনি আর সময় নষ্ট না করিয়া কন্যাকে সেই প্রসিদ্ধ সেনাপতিকে (৩) সম্প্রদান বিষয়ে তদীয় প্রভুর অভিলাষ অবগত করাইলেন। কিন্তু কন্যার তৎকালীন অন্তরতম বিপরীত ভাবের লক্ষণ অবলোকন না করিয়াই তিনি তথা হইতে প্রস্থান করেন। তখন মনে

করিয়াছিলেন, হয়ত কন্যা আর এবিষয়ে অবাধ্য-তাচরণ করিবে না। সে পিতার আজ্ঞা ভিন্ন অন্য কোন মতের অনুগামিনী নহে। সে যাহা হউক, ইহাঁর গমনের অনধিক কাল পরেই ক্যাথারিণের* কনিষ্ঠা ভগিনী, (৪) আলিস গৃহ প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিল যে তিনি অনবরত অশ্রুজল বিস-র্জ্জন করিতেছেন। আলিস আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, প্রিয়তমে ভগিনী, "তোমার এত রোদনের কারণ কি?"

কুমারী ক্যাথারিন্ কহিতে লাগিলেন, "হায় আমি আর অধিক দিন স্বাধীন থাকিব না। তোমার প্রীতি ও পিতার রক্ষণাবেক্ষণে সুখ সম্ভোগে থাকিব, ইহা আমার একান্ত বাসনা ছিল কিন্তু এক্ষণে আমি এমন কোন অপরিচিত স্বামীর অধীন হইব, যাহাকে আমি জন্মাবধি কখন দেখি নাই এবং এখন আমার দেখিবার ইচ্ছাও হয় না।" ভূপতি এডওয়ার্ডের প্রিয়তম—সেই প্রসিদ্ধ সেনাপতির (৩) সহিত পরিণয় নিবন্ধ সৌভাগ্য সূচক ইহা সহোদরার হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত আলিস বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকলই অনর্থক হইল। প্রত্যুত ক্যাথারিম কনিষ্ঠার

---

*, ৪ ক্যাথারিন্ ও আলিস্ এই দুইটি নাম তত নীরস নয় এইজন্য ইহা স্থান বিশেষে ব্যবহার করা গেল। ইহারা উভয়ে সহোদরা।

তাদৃশ আয়াস দেখিয়া কহিলেন, আল্ মহাশয়ের (৩) ইউরোপের সর্ব্ব প্রধান সম্রাটের নিকট, বিলক্ষণ মান সম্ভ্রম আছে ইহা যথার্থ বটে। কিন্তু আলিস, তুমি কি কখন রাজাকে দেখিয়াছ? তিনি কি মানব-জাতির পূজনীয় হইতে পারেন না। সংসারে এমন আর কে আছে, যাহাকে দর্শন করিলে আমাদিগের যুগপৎ শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি করিতে ইচ্ছা হয়। আমি কোন সময়ে পিতার অনুমতিক্রমে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম, সেই সময়ে তাঁহাকে একবার দেখিয়াছি। কিন্তু সেই দর্শনই আমারপক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল। আহ: যে নারী ইহাঁকে পতি বলিয়া সম্বোধন করিবে,না জানি সে কতই সুখী হইবে।"

এই সকল কথা বলিয়া নবীনা নিস্তব্ধ হইয়া লজ্জায় নম্রমুখী হইলেন। এদিকে পিতা তনয়ার তত্তদ্বিষয়ে এপ্রকার বিরাগ ভাব না দেখিয়াই শীঘ্র বিবাহের দিনস্থির করিলেন। ফলে জুর সুস্ত্রী (৪) তাঁহার নিজের ও রাজার ইচ্ছা উভয়ই পুত্রীর পক্ষে সঙ্গত হওয়াতে স্বপ্নেও ভাবেন নাই, যে এতদ্বিষয়ে তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক কি না। বিবাহ কার্য্য সমাধানের নিমিত্ত ওয়েষ্ট মিনিষ্টর দেশের ধর্ম্মালোচনার মন্দির মনোনীত হইল। ধর্ম্মাধ্যক্ষ অপরাপর

কার্য্য নিষ্পন্ন করিলেন এবং রাজা কন্যা সম্প্রদান করিলেন। ক্যাথারিন্ পতি ও সহোদরা সমভি ব্যাহারে নর্থম্বরলণ্ড প্রদেশে আর্লের (৩) ওয়ার্ক নামক দুর্গে বিবাহ পক্ষ সুখ্যাতি পাইবার জন্য যাত্রা করিলেন। সুন্দরী স্ত্রী-সহবাস-সম্ভোগ সুখ, অধিককাল হইতে না হইতেই উক্ত প্রসিদ্ধ সেনাপতিকে (৩) স্কাওর্স দিগের সহিত সমরে অপর একজন সেনাধ্যক্ষের* অনুগামী হইতে হইল। এই উপলক্ষে সৌভাগ্য, তাঁহাকে প্রথমবার পরিত্যাগ করে। প্রথম সংগ্রামের পর উভয় আর্ল মহাশয়ই পরাজিত হন। এবং যে পর্য্যন্ত তাঁহাদের মুক্তির কারণ, সমুচিত পুরস্কার অথবা তৎপরিবর্ত্তে শত্রুপক্ষের বন্দীগণের উদ্ধার না হয়, তত দিনের নিমিত্ত বিপক্ষেরা তাঁহাদিগকে ফরাসিস রাজভবনে প্রেরণ করিল।

এই দুঃখাবহ সংবাদটি এবং মহারাজ এডওয়ার্ডের হেনলট দেশ নিবাসী ফিলিপা† নাম্নী নারীর সহিত পরিণয় সম্বন্ধ বার্ত্তা এককালেই ক্যাথারিণের কর্ণগোচর হইল। এই সম্বন্ধ পত্র দেখিয়া একদা সমস্ত প্রজা নিকরের আর আহ্লাদের পরিসীমা ছিল না। হেনলট দেশের রা-

---

* ইনি সফোর্ক দেশের আর্ল। একজন বিশিষ্ট সেনাপতি।

† এই নামটি ও শ্রবণ সুখকর বলিয়া কখন কখন ব্যবহার করা যাইবে।

উন্ট্* মহাশয় উক্ত কন্যার পিতা ছিলেন। তিনি তৎপ্রদেশস্থ ইংলণ্ডাধিপতির একজন ক্ষমতাবান সহায়। ইংলণ্ড রাজ্য যখন মার্চ্চদেশের আর্ল এবং মর্টিমারের অত্যাচার ও বৃদ্ধ রাণী ইজাবেলার হস্ত হইতে রক্ষা পায়, ইনিই তাহার মূলকারণ বলিতে হইবে এবং শুদ্ধ ইহাঁর জন্যই, ইংলণ্ড রাজ তৃতীয় এডওয়ার্ড রাজ মুকুট ধারণ করিতে পাইয়াছিলেন। দূরদর্শী মন্ত্রী (৪) এই প্রকার বিবাহ সংকল্পে অতীব সুখী হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সন্দেশ বার্ত্তা ক্যাথারিণের নিকট প্রেরিত হইলে তিনি একেবারে শোকসাগরে মগ্ন হইলেন। এই বিষাদের কারণ আর্লের (৩) বন্ধন দশা কি রাজার বিবাহ তাহার মীমাংসার জন্য নিরপেক্ষ পাঠকগণের উপর ভার দেওয়া গেল।

আলিস সহোদরার ঈদৃশ ভাব দেখিয়া, কহিতে লাগিল, "প্রিয়তমে ক্যাথারিণ, কেন, এবং কি জন্যই বা তুমি আর্লের (৩) বন্ধন দশা এত ক্লেশকর মনে করিতেছ? ফ্রান্সের রাজপ্রাসাদ, পৃথিবীর মধ্যে অবশ্যই এক উৎকৃষ্ট আগার হইবে। এবং যাহাতে তিনি এমন দুরদৃষ্টে প্রফুল্ল থাকিতে এবং তোমার বিচ্ছেদ

---

* ব্যেলজম প্রদেশের আর্লপদ ও উপাধি।

যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারেন, সেখানে তদুপযোগী সমস্তই পাইবেন।"

"আমি যেন তাঁহার স্মরণ পথে আর পতিত না হই। তিনি আমাকে ভুলিয়া যান। আমাকে আর ভাল না বাসেন। ইহাতে আমার কোন দুঃখ বা ক্ষতি নাই।" এই কয়েকটি কথা বলিয়া ক্যাথারিন্ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

"ক্যাথারিন! তুমি আমাকে প্রতারণা করিতেছ! এবং মনের কথা গোপন করিয়া রাখিতেছ। তোমার প্রভু তো সৎ এবং মহদাশয় শত্রুর হস্তে বন্দী হইয়াছেন, তজ্জন্য এত আন্তরিক দুঃখের সম্ভাবনা দেখিতেছিনা।"

তখন ক্যাথারিন্ ভগিনীর বাহুযুগলে বিলীন হইয়া কহিল, "সত্য সত্য আলিস আমি স্ত্রী জাতি মধ্যে অতি দুঃখিনী আমার ভাল বাসা,"——

কথার শেষ না হইতেই আলিস কহিল "তুমি আর্লকে ভাল বাস?" ক্যাথারিন্ কহিল "না" "রাজার উপর" এই বলিয়া লজ্জাবনত ভাবে ভগিনীর বক্ষস্থলে মুখ লুকায়িত করিলেন।

আলিস কহিল, "কি আশ্চর্য্য! আজি আমি কি অশ্রুতচর বাক্য শুনিলাম। ক্যাথারিন্ আমি তোমার বন্ধু! তোমারই ভগিনী! তোমার শান্তির নিমিত্ত আমাকে যাহা করিতে

বল, আমি তাহাই অম্লান বদনে করিব। কিন্তু বল দেখি, এই কাল-স্বরূপ বিজাতীয় প্রেমানুরাগ তোমাকে পরিশেষে কোথায় লইয়া যাইবে।"

"কেন মৃত্যু মুখে! প্রিয়তমে আলিস মৃত্যু হইবে! কিম্বা আমি এমন অবস্থা প্রাপ্ত হইব যাহাতে ধর্ম্ম ও কুল মর্য্যাদা বিরুদ্ধ অন্তরুন্মোষিত অনুরাগ সঞ্চার বুঝিতে পারিয়া চিরজীবন দুঃখে অতিপাত করিব। আলিস আবার ইহার উপর আমার এক সপত্নী আছে। হায়! আমাকে রক্ষা কর, আমার তাপিত প্রাণকে শীতল কর। আমার স্বামীর কথা কহ। তাঁহার বিজয় বৃত্তান্ত তাঁহার সত্যের প্রতি আস্থা এবং তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্যের বিষয় বল। তাহা হইলে আমি রাজাকে বিস্মৃত হইব। ইহাঁর প্রভুত্ব কেবল ফ্রান্স ও স্কটলণ্ডের উপর নহে; প্রজা নিকরের প্রেমও তাঁহার অধিকার ভুক্ত।" এই বলিয়া ক্যাথারিন ক্ষান্ত হইলেন।

ক্যাথারিন্ দৃঢ়ব্রত চারিণী শিক্ষা প্রবণা ও কোমল স্বভাবা ছিলেন বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের ন্যায় সাহস শূন্য নহেন। আবার ভগিনীর সহবাসে এবং উচ্চ পদবীতে থাকিয়া তাঁহার উপর যে সকল ভার অর্পিত ছিল তৎসমাধানে ব্যাপৃত থাকাতে পূর্ব্বোক্ত বিজাতীয় প্রেমানুরাগ দমন

করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে রাজার বিবাহ সংবাদ শুনিয়া সেই প্রেমরস উচ্ছ্বসিত হওয়াতে তাঁহাকে একেবারে পাগলিনীর ন্যায় করিয়া ফেলে।

ইতাবসরে ভূপতি এড ওয়ার্ড স্কট দিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ করা সকলকে জানাইলেন। কিন্তু উহারা তাঁহার অপেক্ষা না করিয়াই আততায়ী রূপে সমস্ত সৈন্য লইয়া ইংলণ্ড রাজ্য বেষ্টন করিল। প্রথমতঃ উত্তর বিভাগ লুঠ করিয়া নিউকাসল পরিবেষ্টন করিল। এবং তন্মধ্যস্থ ডরহাম নগর ধ্বংশ ও হস্ত গত করিল। পরিশেষে ওয়ার্ক দুর্গ আক্রমণ করিল। এই দুর্গের রক্ষণ জন্য স্বয়ং ক্যাথারিন, ও তদীয় স্বামী সহোদরা তনয়, * এবং এক দুর্ব্বল সৈনা শ্রেণীমাত্র ছিল। শত্রুদিগের অবিশ্রান্ত ভয়ানক আক্রমণ দর্শনে, দুর্গ রক্ষকগণের ভরসা ছিল না, যে সম্রাট এডওয়ার্ডের সাহায্য ব্যতীত তাহারা অধিক কাল দুর্গরক্ষা করিতে পারিবে, তথাপি তাহারা সেই অসম সাহসিকা স্ত্রীর সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক, তাঁহার জন্য যুদ্ধ করিতে স্থির প্রতিজ্ঞ হইল। এদিকে ক্যাথারিণের ভাগি-

* ইহার নাম ও উইলিয়ম্ মন্ট্যাকিউট।

নেয়* স্বয়ং রাজ সাহায্যাকাঙ্ক্ষায় তদীয় সমীপে গমন করিতে মনস্থ করিলেন। এই সাহসিক যোদ্ধা গমনের কিছুকাল পূর্ব্বে, ক্লান্ত সৈন্যগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, "আমি জানি তোমরা অতিশয় প্রভু পরায়ণ এবং তৎপ্রিয় কার্য্য সাধনে একাগ্র। আর দুর্গ স্বামিনীকেও তোমরা যথেষ্ট ভাল বাস, আমার প্রীতি, তোমাদের উভয়ের উপরই সমান রূপ। এই জন্য আমি জীবিত আশা পরিত্যাগ করিয়া, নিজেই আমাদিগের আপাত অবস্থা জানাইতে, মহারাজের নিকট যাইব, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ, আমি এমন সাহায্য আনিতে পারিব, যদ্দ্বারা আসন্ন বিপদ হইতে সম্পূর্ণ রূপে উদ্ধার হইতে পারি।"

এই বক্তৃতা কি ক্যাথারিণ্, কি সেনাগণ উভয়েরই মনোরঞ্জন হইয়াছিল। এদিকে উইলিয়ম্† নিশীথ সময়ে, অদৃশ্য ভাবে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আক্রমণ কারী রক্ষকগণের দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন। সেরাত্রিতে অবিরল বৃষ্টিধারা পতিত হওয়াতে উহা এতই তমসাচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, তিনি স্কটদিগের রক্ষিত সেনা-নিবাসের মধ্য দিয়াই নিঃশঙ্কে গমন করিলেন।

---

* ইহার নামও উইলিয়ম মন্ট্যাকিউট।

† ক্যাথারিনের ভাগিনেয়।

অরুণোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শিবিরের পাদোনক্রোশ অন্তরে গিয়া দেখিলেন যে দুইজন স্কট গরু লইয়া আসিতেছে। উইলিয়ম্ উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া সাংঘাতিক রূপে আহত করিলেন। গরু কয়েকটি পাছে শত্রুদলের হস্তে যায়, এই ভয়ে উহাদিগকেও নষ্ট করিলেন। এবং উক্ত ব্যক্তি-দ্বয়কে এই প্রকার আজ্ঞা করিলেন। "তোরা সৈন্যাধ্যক্ষকে বলিস গিয়ে আমি তাহার সৈন্য দলের ভিতর দিয়া আসিয়া, ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট সাহায্য প্রার্থনায় বের্‌উইক্ গমন করিলাম।" এই সংবাদ স্কটলণ্ডীয় ভূপতির কর্ণগোচর হইলে, তিনি অবিলম্বে তথা হইতে সৈন্যগণ উঠাইয়া লইয়া সম্মুখদিকে আসিতে লাগিলেন।

দুই এক ঘন্টার মধ্যেই, ভূপতি এড ওয়ার্ড, বিপন্ন সৈন্যদিগের সাহায্যে উপস্থিত হইলেন। এবং আরব্ধ কাণ্ডের শেষ করিয়া, ক্যাথারিন্‌কে দেখিতে গেলেন। ইহা দেখিয়া ক্যাথারিন্ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হওত, প্রথম সমাগমোচিত অভ্যর্থনার পর তাঁহার সাহায্যের নিমিত্ত যথোচিত ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে হস্ত ধারণ পূর্ব্বক দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যাইতে যাইতে মহারাজ, ঐ সুশীলা স্ত্রীর উপর নির্নিমেষ লোচনে দৃষ্টিপাত করাতে সে অতিশয়

লজ্জিতা হইল। অতঃপর রাজা অপর একটি ঘরে আসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। এতদুপলক্ষে কোন * ইতিহাসবেত্তা কহিয়াছেন যে "সেই সাধ্বী স্ত্রী রাজাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন্ বিষয় ভাবিতেছেন এবং উহা রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় কি অন্য প্রকার।" রাজা উত্তর করিলেন "কুমারী! ইহা অন্যান্য বিষয়ক ভাবনা বটে, কিন্তু তুমি আমার হৃদয়ের আরও সন্নিহিত হইয়া একবার স্পর্শ কর। আমি তোমাকে সমস্ত গুণের আধার দেখিয়া এতই বিস্মিত এবং অনুরাগ পরতন্ত্র হইয়াছি যে, যে প্রেমানলে আমার প্রাণ দগ্ধ হইতেছে, এবং যাহা তোমার নিরুৎসাহেও নির্ব্বাণ হইবার নহে, সেই প্রেমাঙ্কুর তোমাতে দেখিলেই সুখী হই।"

ক্যাথারিণ্ কহিল, "আর্য্য, উপহাসচ্ছলে কেন আমাকে লইয়া আমোদ করিতেছেন। বস্তুতঃ আমার বিশ্বাস হয় না, যে, আপনি যাহা কথায় বলিতেছেন, তাহা আপনার মনোগত কি না। এবং ইহাও প্রত্যয় হয় না যে, আপনার ন্যায় উদার স্বভাব এবং সাহসিক রাজকুমার, আমার স্বামী, যিনি আপনার জন্য এখনও কারাগারে

* ফ্রেসার্ট নামক।

বাস করিতেছেন, তাঁহার কুলকে ইচ্ছা পূর্ব্বক কলঙ্কিত করিবেন।"

তদনন্তর কুমারী রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। ভূপতি সমস্ত দিবা রাত্রি, অস্থির চিত্ত ও নিদ্রাশূন্য হইয়া, দুর্গেতেই অতিবাহিত করেন। পরদিবস প্রত্যূষে স্কটলণ্ডের পশ্চাতে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। ইতি পূর্ব্বে কাউন্টেসের নিকট বিদায় লইতে গিয়া, কহিলেন, "প্রিয়তমে ভদ্রে! পরমেশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। আমি যাহা তোমাকে বলিয়াছি তদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার বিবেচনা কর, পরে আমি যেন করুণ উত্তর পাই।" রাজার এতাদৃশ অনুনয় বিনয়েও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সমান উত্তর দিলেন। এডওয়ার্ড, যদি আলিসের ন্যায় সূক্ষ্ম দ্রষ্টা হইতেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত যুবতীকে তদীয় প্রস্তাবে উপেক্ষা করিতে দেখিয়া তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিহিংসা করিতেন, ইহার সন্দেহ নাই। প্রত্যুত ঐ স্ত্রী, এমনি সরলান্তঃকরণা ছিল যে, সেই প্রেম দোলায় দোলায়মান হইয়াও, ভগিনীকে একান্ত অনুসন্ধিৎসু দেখিয়া, মনের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া কহিলেন, "অয়ি আলিস্, ইহা তুমি নিশ্চয় জেন যে আমি রাজাকে নিরর্থক ভাল বাসি না। এডওয়ার্ডও এই উৎকট অনুরাগের নিদর্শন

দেখাইয়াছেন।” কিন্তু আমি এক প্রকার অনস্থির করিয়াছি। আমি আর তাঁহাকে সে ভাবে দেখিব না। পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর যেন আমার স্বামী শীঘ্র আইসেন।”

এই সকল কথা বলিতে বলিতে ক্যাথারিন্ ভগিনীর বাহু যুগলে পতিত হইলেন। প্রায় সেই মুহূর্ত্তেই, প্রসিদ্ধ বেক্লাগুর (৩) নিকট হইতে পত্র আসিল। তখন পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে করিতে তাড়া তাড়ি উহা পড়িলেন, এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন “স্বামী পুনরাগমন করিতেছেন। তিনি উপস্থিত হইলে রাজার ও আমার মনে বোধ হয় আর সেই সকল ভাবের বর্দ্ধন হইবে না। বাস্তবিক তাদৃশ চিন্তাবীজের প্রথম অঙ্কুর উন্মেষিত না হইতেই নিপীড়িত হওয়া উচিত।” ইত্যবসরে বৃদ্ধ লর্ড (৪) কন্যাকে দেখিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তিনি গভীর দুঃখসাগরে মগ্ন আছেন। এতদবলোকনে, তিনি কহিলেন “ক্যাথারিন্ সহর্ষা হও, তোমার স্বামী শীঘ্রই এখানে আসিবেন। মহারাজ এডওয়ার্ড এবং ফ্রান্স ও স্কট দেশীয় রাজ সভার মধ্যে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যে তোমার পতি অপর একজন আর্লের * পরিবর্ত্তে কারাগার মুক্ত হইবেন। অতএব তোমার অসহনীয় দুঃখের

বেগ সম্বরণ কর। আর তোমার স্বামী যদিও পরা-
জিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু উহাতে তাঁহার
কিঞ্চিন্মাত্রও অপমান নাই।”

কাথারিন্ যখন শুনিলেন যে, পিতা স্বামীর
অদর্শনই আমার দুঃখের কারণ নির্দ্দেশ করিতে-
ছেন, তখন বিবেক শক্তি আসিয়া তাঁহাকে দুষ্কর্ম্ম
জনিত মনস্তাপানলে দগ্ধ করিতে লাগিল।
“হা, তাত, আমি দুঃখপ্রদ চিন্তার অনুসঙ্গিনী
হইয়া, আপনাকেও বঞ্চিত করিতেছি। আমি
চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত লোকের প্রতারক। তবে আমি
কি বলিয়া সাহস করিতে পারি, যে স্বামীর নিকট
মুখ দেখাইব। হায়! আমার দুরদৃষ্ট ও পাপা-
চরণ, স্পষ্টাক্ষরে ললাটে লিখিত রহিয়াছে।”

এদিকে এড ওয়ার্ড তাঁহার রাজধানীতে
উপস্থিত হইলেন। এখানে যদিও তিনি মহা স-
মারোহে এবং প্রমোদকর সুখ সম্ভোগে পরিবেষ্টিত
থাকিতেন তথাপি সেই সাধ্বী স্ত্রীর প্রতিবিম্ব,
হৃদয় হইতে দূরীকৃত করিতে পারেন নাই।
কিছুদিবস পরে উহার অদর্শনে অধীর হইয়া,
সেই কন্যাকে তথায় আনয়ন এবং তদীয় স্বামীর
আগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা জন্য, দূরদর্শী মন্ত্রিকে
(৪) পত্র লিখিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রি তদনুসারে তন-
য়াকে এই সংবাদ অবগত করাইলেন সে কহিল

"পিতঃ স্বামী কি অগ্রেই এখানে আসিবেন না?" বৃদ্ধ পিতা কহিলেন "ক্যাথারিন্ আমাদের ভূপ-তির সামান্য অভিপ্রায়েরও অনুমত কার্য্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম"।

"ভাতি! আপনি জানেন না, আমি রাজ আলয়ের বিষয় নিতান্ত অনভিজ্ঞা। উহা কি বিপদ সঙ্কুল নহে?"

"না, না, আত্মজা! তোমার জ্ঞান হইয়াছে, তুমি লেখা পড়া শিখিয়াছ, এবং কত ধার্ম্মিকেরও দৃষ্টান্ত দেখিয়াছ, যাহাতে তুমি আপনার কুল-মান রক্ষা করিতে পার। তোমার পিতা ও মহীপাল, পুনরায় আজ্ঞা করিতেছেন, অতএব তুমি অবশ্যই আমার সমভিব্যাহারিণী হইবে।"

অনন্তর বৃদ্ধ মন্ত্রি রাজভবনে প্রত্যাগমন জন্য আবশ্যকীয় আয়োজন করিলেন। কিন্তু তদীয় কন্যা পীড়াছলে, কিছুকালের নিমিত্ত বিলম্ব করিতে লাগিল। ইতি মধ্যে পিতার নিকট হইতে, স্বামীর রাজ প্রাসাদে উপস্থিত বার্ত্তা সম্বলিত এক সংবাদ পত্র পাইলেন। এবং উহার সঙ্গেস-ঙ্গেই, আপনার রাজসদনে ত্বরায় উপস্থিত জন্য পতির হস্ত লিখিত, এক প্রেমগর্ভ অনুরোধ পত্র আসিল। ক্যাথারিন ইহাঁদের উভয়কেই তাঁহার স্থায়ী পীড়া, তথায় গমনের প্রতিরোধ করি-

তেন্তু, এই ছল করিয়া উত্তর লিখিলেন। এত দ্ব্যতিরিক্ত স্বামীকে আরও লিখিলেন, যে তাঁহার সহিত অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে, এবং তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে তিনি ওয়ার্ক দুর্গে স্বয়ং আইসেন, বস্তুতঃ তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে ভর্ত্তার নিকট তাঁহার লণ্ডন দর্শনে অনিচ্ছার কারণ এবং রাজার ঈদৃশ অনুনয়ের অভিপ্রেত সমস্ত ব্যক্ত করিব।

এই শেষ পত্রের উত্তর অনেক কাল পর্য্যন্ত স্থগিত ছিল। তজ্জন্য পাছে স্বামী ও পিতা অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন এই মনে করিয়া, ক্যাথারিন ভীতা হইয়াছিলেন। পরিশেষে লণ্ডন হইতে বার্ত্তাবাহক উপস্থিত হইল। তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া বাহকের হস্ত হইতে পত্রাধার গ্রহণ পূর্ব্বক তন্মধ্যস্থ পত্র পড়িতে লাগিলেন। জনকের এই পত্রে নিম্নলিখিত বিষয়টি সন্নিবেশিত ছিল।

"জীবিতাধিক দুহিত"

"তুমি আমা হইতেই ধৈর্য্যগুণ প্রাপ্ত হইয়াছ। এক্ষণে সময় উপস্থিত, এই বেলা ধৈর্য্য অস্ত্র গ্রহণ কর। যথার্থ মহত্ত্ব আমাদের অন্তরেতেই বাস করে। আর যাহা আদৌ ধন হইতে উৎপন্ন, তাহা কেবল জীবনের স্বপ্নের ন্যায় অচিরস্থায়ী। তুমি এক দৃষ্টেতে স্বামীর আশয় প্রত্যা-

শা করিতেছ। এবং তিনিও প্রভুদত্ত নূতন সম্মান চিহ্ন পাইতে ততোধিক উদাত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যিনি রাজার রাজা, তাঁহার আজ্ঞানুসারে আর সম্রাটের বদান্যতার ফলভোগ করিতে হইল না।॰ হঠাৎ কোন ব্যাধি আসিয়া অস্থি অপাহ্বান হইল, তাঁহাকে লইয়া এসংসার হইতে জন্মের মত পলায়ন করিয়াছে।

"স্বদেক শুভাভিলাষী
প্রাঞ্জিসস'

আরের (৩) মৃত্যুতে ক্যাথারিনের যার পর নাই মনস্তাপ হইয়াছিল। দুর্জ্জয় সাহস, উদারতা এবং স্নেহগুণ থাকাতে, তিনি অল্পকালমধ্যেই ক্যাথারিনের আদরণীয় হইয়াছিলেন। এবং যদি আরও অধিক কাল আচার ব্যবহার হইত তাহা হইলে বোধ হয় তিনি প্রীতি ভাজনও হইতে পারিতেন। তখন অবলা জন সুলভ সৌন্দর্য্যকে এই শোচনীয় বিষয়ের নিদানভূত মনে করিয়া আপনি আপনি কত ভং'সনা করিতে লাগিলেন। এবং যাহাতে এমন ক্ষতি বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, এজন্য সেই শোকানল হইতে পরিত্রাণ পাইবার ও চেষ্টা করিলেন না। তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন "আমি স্বকীয় দোষগুলি সংশোধন করিব এবং সালিসবরি (৩)

যে আমাকে নিরাশ্রয় ও দুঃখিনীর এক শেষ করিয়া ফেলিয়াগেলেন, অদ্য তাঁহার ভূতাত্মা হইতে ইহার পরিশোধ লইব। যদ্যপি রাজা হেনরি দেশের ফিলিপার সহিত বাক্য ও সম্বন্ধ পত্র দ্বারা এক প্রকার বিবাহ ধার্য্য করিয়াছেন। তথাপি আমার পরিণেতা হইবার জন্য তিনি পুনরায় যত্ন করিবেন। কিন্তু তিনি অবশেষে জানিতে পারিবেন, যে ভক্তি এবং আনুগত্য কখন কখন প্রণয়ের ন্যায় সমান কার্য্যকর হয়"।

পরাক্রান্ত আলের (ও) মরণে ভূপতি এডওয়ার্ড বিলক্ষণবুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে রাজ্যের এক জন প্রধান সহায় অপহৃত হইল। তিনি কর্ম্মই, বা তাঁহার জীবন দেশীয় লোকের যথার্থ শ্লাঘাস্বরূপ ছিল কেবল ইহা বলিয়াই মহারাজের দুঃখ নহে। তিনি এক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী এবং অকপট প্রভুভক্তছিলেন, ইহাতেও মহারাজ সমভাবে দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজার এমন দুঃখেতেও প্রেমানুরাগ মিলিতছিল। তাঁহার আর সমকক্ষ রহিল না, এবং যে প্রতিবন্ধক জন্য এত দিন ক্যাথারিন হইতে অন্তরেছিলেন, এক্ষণে তাহা দূর হইল। আলের মৃত্যুকালে তাঁহার কোন সন্তান সন্ততি ছিল না, যে তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয়, সুতরাং রাজনিয়মানু-

লাদে, তদীয় বিধবাস্ত্রী আপন পদচ্যুত ভাবং স্বাবর সম্পত্তি সম্রাটের নিকটপুন প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। তদবধি, সকলই রাজ সংসার মধ্যে পরিগণিত হইল। এত-দুপলক্ষে, লণ্ডন দর্শন তিনি কিছুতেই এড়াইতে পারিলেন না। উক্ত প্রধাননগরে উপস্থিত হইলে, পিতা তাঁহার দুঃখের গুরুতর ভার লাঘবের কারণ তাঁহাকে রাজার সহিত পরিচিত করাইবারজন্য তথায় লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু ক্যাথারিন এই প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। কহিলেন "পিতঃ আপনি আমার নিকট কিসের প্রস্তাবনা করিতেছেন শোক সূচক বস্ত্র পরিধানের পূর্ব্বে আপনি কি ইচ্ছাক রেন, আমি বেশ ভূষা দেখাইতে, রাজসিংহাসন পদে আপনাকে উপহাসাস্পদ করিব! কখন না। তাত! আমি সকাতরে কহিতেছি আমাকে পরিত্যাগ করুন। আমি নির্জ্জনে নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিতি করিব। তাহা হইলে এসকল আর মনে থাকিবে না। এবং বৃথা আশালতায় ও আর নির্ভর করিতে হইবে না।

দূরদর্শী মন্ত্রী ঈদৃশী ইচ্ছায় কিছু মাত্র বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না। রাজাও তাহা অবগত হইয়া বাহিরে কিছুই অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন

না। সে যাহা হউক রাজা ক্যাথারিনের সহিত প্রেম সঞ্চার কথা, অন্য ভদ্র রাজ কর্ম্মচারীগণের নিকট ব্যক্ত না করিয়া এক জন সুচতুর, কুপথ প্রদর্শক তোষামোদ কারীকে * গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিলেন। সেও রাজার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া, তদীয় প্রেম উত্তেজনার জন্য উৎসাহ দিতে লাগিল। এবং কাঙ্ক্ষিত ফল প্রাপ্তির উদ্দেশে, বিগর্হিত উপায় অবলম্বন করিতে ও আবশ্যক মত ক্ষমতা দেখাইতে অনুরোধ করিল।

তখন মহারাজ কহিতে লাগিলেন " সেই কৃত্ঘ্ন নারী, আমার নির্দ্দোষ দর্শন লালসার চরিতার্থতা সম্পাদনেও অস্বীকৃত। আমার ইচ্ছা হয় এক বার তাহার সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করি। কিন্তু আমি তাহার জন্য যে এত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তাহা মনে করা দূরে থাকুক, সে আমাকে দর্শন দিয়া একটি যৎসামান্য উপকার করিতে ও অনিচ্ছুক। "

ধূর্ত্ত কহিল, " মহারাজ! অন্যায় সাহসের প্রশ্রয় দিলেই, আপনারপদ মর্য্যাদা হারাইতে হয় মন্ত্রিকন্যার ইহা শ্লাঘার বিষয় মনে করা উচিত যে, ভূপতি এড ওয়ার্ড তাহাকে দর্শন ও মনন করিতে চাহেন। তাহার পতি এক্ষণে গভীর

* ইহার নাম উইলিয়ম ট্রুসেল। এক জন ধূর্ত্ত সভাসদ্‌।

হইয়াছেন, আর তাহার অন্য কোন প্রতিবন্ধক নাই। এবং আপনিও উঁহাকে ভালবাসেন। তবে কেন সে আপনার হৃদয় দানকে অবহেলা করিতেছে! যদি বলেন ধর্ম্মের জন্য; কিন্তু রাজার অনুবর্ত্তী হওয়া কি এক প্রকার ধর্ম্ম নহে? রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন না করা, কি প্রজাদিগের এক প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে। মহারাজ বোধ হয় এই কন্যা ধর্ম্মের নাম করিয়া, আপনার দুরভিসন্ধি গোপন করিতেছে। আপনার ন্যায় উহার এক জন সমান প্রেমাভিলাষী আছে, নচেৎ এমন কখনই হইত না।"

এতৎ শ্রবণে রাজার ওষ্ঠ দ্বয় ও বিশাল কলেবর, আস্পেন পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। কহিলেন "টুসেল, আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতে পারি, তুমি ঠিক অনুমান করিয়াছ। আমি কি নির্ব্বোধ! যে জন্য এই আত্মাভিমানিনী দাসী আমাকে এক্ষণে ঘৃণা করিতেছে, আমি, তাহাকেই উহার স্বভাব সিদ্ধ কোমলতা এবং বিনয় জনিত গোপন ভাব মনে করিতাম। তুমি তাহার নিকটে যাও, এবং কহিও যে, তাহাকে আমার নিকট অবশ্যই আসিতে হইবে। আজ্ঞানুসারে কার্য্যকরা ব্যতীত আমি অন্য কোন কথা গ্রাহ্য করিব না"

ধূর্ত্ত চূড়ামণি অনুজ্ঞাপ্রতিপালনার্থ প্রস্থান করিল। রাজাও একাকী থাকিয়া, যে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে ভাবিতে লাগিলেন “ আমিত, এইক্ষণে ঐ পিশাচের কথায় সম্মত হইলাম এবং তদনুসঙ্গেই আপনাকে নিতান্ত অপদার্থ ও নীচাশয় ব্যক্তির ন্যায় করিয়া অপদস্থ করিলাম। আমি অত্যাচারী রাজার ন্যায় প্রজাপীড়নে উদ্যত হইয়াছি। আর সেই হতভাগা নারীই আমার নৃশংস উৎপীড়নের প্রথম লক্ষ্য হইল। উহার দোষের মধ্যে কেবল আমার অনুচিত অনুরোধ দৃঢ়তা সহকারে উপেক্ষা করিয়াছে। ” “ এদিকে ” এই শব্দ করিয়া তিনি করতালি দিতে লাগিলেন এবং তদ্দণ্ডেই এক জন ভৃত্য সম্মুখীন হইল ! “ অরে তুই উইলিয়ম মহাশয়ের পশ্চাতে গমন কর, এবং তাহাকে বলিস যেন অবিলম্বে সে আমার নিকট আইসে। ”

ট্রুসেল সংবাদ লইয়া যাইবার জন্য যেমন সজ্জা করিতেছিলেন, সেই ভাবেই মহারাজের নিকট পুনরাগমন করিলেন। রাজা কহিলেন “ ট্রুসেল, আমি হৃদয়ের সহিত পরামর্শ করিয়াছি, এবং আপনি আপনি বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি ; বুঝিলাম মাদৃশ জনের পক্ষে, ক্যাথারিণের মনোহরণ জন্য ঈদৃশ বিগর্হিত কৌশল,

অবলম্বন এবং ক্ষমতা দেখান, কখনই উচিত নহে। আমি অন্য কোন সদুপায় দ্বারা তাহার দর্প চূর্ণ করিব।”

ধূর্ত্ত কহিল, “প্রভো আপনি কি তবে তাহার বশতাপন্ন হইবেন” “আমি আর সকল কর্ম্ম করিতে পারি, কিন্তু সালিস-বরির উপরস্ত স্বামীর (৩) পত্নি (৫), আমার অত্যাচার দেখিয়া অপবাদ করিবে ইহা আমার সহ্য হইবে না।”

তখন প্রসাদ লোভী ধূর্ত্ত (৬) কহিল “আপনার পদবীতে” রাজা উহার কথার শেষ না হইতেই কহিলেন, “আমার পদে, আমি যেমন করিতেছি, তুমি থাকিলেও সেই রূপ করিতে। আমি রাজপদে অধিরূঢ় হইয়াছি, এবং আমার বিবেচনা শক্তিও আছে। অতএব উপরুক্ত বিষয়টি, সকলের হৃদগত হয়, ইহা আমার একান্ত বাসনা। ক্যাথারিন্ আমার উন্মত্ততা দোষে কষ্ট পাইবে, ইহা কদাচ বিধেয় বোধ হয় না। তুমি এক্ষণে যাও, এবং ভবিষ্যতে এমন সকল পরামর্শ দিবে, যাহা উভয়েরই শোভা পায়।”

ভূপতি স্বকীয় প্রলোভন পরিত্যাগে আপনাকে দৃঢ় প্রযত্ন দেখিয়া মনে মনে সাতিশয় সু-

থানুভব করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু এজন্য তাঁহাকে বিস্তর দুঃখও পাইতে হইয়াছিল। সাধ্বী স্ত্রী ও এতাবৎকাল নিশ্চিন্ত ও সুস্থির থাকিতে পারেন নাই। ফলতঃ যেমন তাঁহার ভর্ত্তার প্রতিমা হৃদয় কন্দর হইতে, অন্তর্হিত হইতেছিল, রাজার মূর্ত্তি ও তৎ-পরিবর্ত্তে সুন্দর রূপ খোদিত হইতে লাগিল। ক্যাথারিন্ তাঁহার নিকট হইতে অনেক পত্র পাইয়াছিলেন, কিন্তু একখানিরও উত্তর দেন নাই। সেই প্রেম পরবশ রাজা, প্রেম পাত্রির হস্তে নিজ পত্রের এই প্রকার অব-মাননা দেখিয়া, অভিমান অগ্নিতে একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। এদিকে ধূর্ত্তরাজ তাঁহার মনে ঐ সকল ভাব বর্দ্ধন করিবার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। এবং তাঁহাকে ইহাও শিখাইতে লাগিল, যে ইহারা পিতা, পুত্রী উভ-য়েই ধন প্রত্যাশী, কন্যার সমুচিত মূল্য পাই-লেই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

সে যাহা হউক এক্ষণে, বিচক্ষণ মন্ত্রী কন্যাকে স্বামী-বিয়োগ বিধুরা, এবং অপরিমিত শোক সন্তপ্তা বোধ করিয়া, উগ্রতা সহকারে রাজ সদনে উপস্থিত জন্য, পুনঃ পুনঃ বুঝাইতে লাগিলেন। “বালে তুমি কি বিবেচনা কর, আমি তোমার চিরকাল বৈধব্যদশা দর্শন করিব কিংবা তোমাকে

রাজার প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শনও তোমার কর্ত্তব্য সাধনে যে জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট ঋণী আছি, তাহার অবহেলা করিতে অনুমোদন করিব ? পৃথিবীর মধ্যে আর কে এমন সম্রাট আছেন, যিনি ইহাঁর ন্যায়, প্রজাপুঞ্জের প্রীতি ভাজন ও মনোনীত হইতে পারেন।”

ক্যাথারিন্ কহিল, “ হায় ! যে সকল ঋণে আমরা তাঁহার নিকট বদ্ধ আছি, জানি না তদ্বিষয়ে আমার ন্যায় কে গভীর রূপে ভাবিয়া থাকে। কিন্তু পিতঃ সাবধান যে বিষয়ে রাজার ও আপনার বাক্য এক বার দেওয়া হইয়াছে এবং যাহা আর ফিরিবার নহে, সম্রাট তদনুসারে কার্য্য করিবেন কি না। দেখুন, তিনি হেনল্ট দেশের ফিলিপাকে (৭) শীঘ্র বিবাহ করেন কি না ? ”

বৃদ্ধ মন্ত্রী কহিলেন, “ রাজার তৎকার্য্যসাধন বিষয়ে কেন সন্দেহ করিব ! তিনি কি, ইউরোপের যাবতীয় প্রজা সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করেন নাই যে ফিলিপার স্বামী হইবেন ? এবং আমি কি এই প্রতিজ্ঞা হেনলেটর আর্ল মহাশয়ের নিকট লইয়া যাই নাই ! ”

ক্যাথারিন্ কহিলেন “ তাত, তিনি কখনই উহাকে বিবাহ করিবেন না। বরং আপনি ও

ইহার সাক্ষী আছেন। তিনি দিন দিন সামান্য কারণছলে শুভলগ্নের বিলম্ব করিতেছেন।”

লর্ডমহাশয় কহিলেন “ না, না, প্রিয়তমে ক্যাথারিন্, তুমি কেন এই বিবাহ সম্বন্ধে এত মনোযোগী। বোধ হয় তুমি আমার গমনের প্রতিরোধ জন্যই এই প্রকার উপায় স্থির করিয়াছ। আমি অদ্য সায়ংকালে মহারাজের নিকট যাইব। তুমিও আমার সমভিব্যাহারিণী হইবে। ”

“ আমাকে ক্ষমা করুন পিতঃ! আমার দোষ মার্জ্জনা করিবেন। আমি তথায় যাইতে পারিব না।”

“ আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি, তোমার নিকট বিনয় করিতেছি। তোমার, অবাধ্যতা অনেকদিন হইতে সহ্যকরিয়া আসিতোছ, এক্ষণে আর না। ”

“ পিতঃ আমি ভূতলে জানু নিক্ষেপ করিয়া এই ভিক্ষা চাহিতেছি; রাজধানী দর্শন জন্য আমাকে আর কিছু দিন বিলম্ব করিতে দেন, তাহা হইলে আপনার আর অবাধ্যতা চরণ করিব না। ”

তিনি কহিলেন, “ ক্যাথারিন্ তোমার ঈদৃশ ভাবের তাৎপর্য্য কি! তোমাকে কিছু মাত্র অস্বীকার করা আমার পক্ষে অতি সুকঠিন ব্যাপার

কিন্তু তুমি যেন বিস্মিত হইও না, তোমার বিলম্বের জন্য যে সময় দিলাম তাহা অতি অল্প। তিনদিবসের মধ্যেই তোমাকে আমার সহিত গমন করিতে হইবে।”

এই দর্শনে, বারনের (৪) অভিসন্ধি, কি বিনয়, কি আজ্ঞা, কিছুতেই সিদ্ধ না হওয়াতে তিনি পরিশেষে একটি উপায় অবধারণ করিলেন। তিনি সফোকের কাউন্ট পত্নী কর্তৃক, অভিনয় দর্শনোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া, লণ্ডনের কিছু ক্রোশ অন্তরে তদীয় বাস স্থানে যাইবার জন্য, কন্যাকেও সম্মত করাইলেন। এই অনুপম মাধুরী তথায় দর্শন দিবা মাত্রই সামাজিক তাবৎলোকের নয়ন মন তাহার উপরে পতিত হইল। তিনি যেমন এক প্রকোষ্ঠ হইতে অন্য প্রকোষ্ঠে আসিতেছিলেন, তাঁহার দীর্ঘ প্রভাবশালী সুন্দর শরীর দেখিয়া সকলেই অনুমান করিল, যেন তিনি অন্যকোন পৃথিবী হইতে ভূতলে উপনীত হইতেছেন। এক জন উজ্জ্বল পরিচ্ছদাবৃত প্রচ্ছন্নবেশী অনেকক্ষণ হইতে প্রতিগৃহে তাঁহার পশ্চাতে ফিরিতেছিল। ক্যাথারিন যেমন বিরক্ত হইয়া, ইহাকে এড়াইবার চেষ্টাতে দ্রুতবেগে একটি অনধিকৃত স্থানে বসিতে যাইবেন, ইতিমধ্যে তাঁহার পাদ [illegible] স্খলিত হইয়া ভূমিতে পড়িল,

পশ্চাদ্বর্ত্তী সেই পুরুষ অমনি একাগ্র হইয়া উহা তুলিয়া লইলেন। ইহা দেখিয়া ক্যাথারিন্ পুনঃ-প্রাপ্তির জন্য আজ্ঞা করিলেন।

তিনি কহিলেন, " না ভদ্রে, এমন বহুমূল্য ধন আমি সহজে ছাড়িব না। আর আমি—"

কথার অবসান হইতে না হইতেই, ক্যাথা-রিন্ কহিলেন, " অভদ্র পুরুষ। তুমি জান না কাহাকে এরূপ অপমান করিতেছ ? " এই বলিয়া তিনি ক্লেশদাতাকে ভয়চকিত করিবার জন্য কাল্পনিক মুখ উন্মোচন করিলেন। কিন্তু তিনি ও যখন আপনার মুখাবরণ ফেলিয়া দিয়া মহারাজ এড-ও-তার্ড রূপে প্রকাশিত হইলেন, সমাগত অ-ন্যান্য লোকের ন্যায়, ক্যাথারিন্ সমভাবে বিস্ম-য়াপন্ন হইলেন। তখন তিনি নত জানু হইয়া সম্রাটের সম্মুখে প্রণত হইলেন। ইহা দেখিয়া, সমাগত ব্যক্তি মাত্রেই তদীয় দৃষ্টান্তের অনু-করণ করিল।

রাজা উক্ত " বন্ধনী " উত্তোলন করিয়া কহি-লেন " আমি এমন ধন পাইবার যোগ্য নই। তথাপি আমি উহার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট মূল্য ঐ স্বর্ণ বা ক্ষমতা পাইলেও, কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না। " এই কথা শুনিবা মাত্র সভা মধ্যে হইতে, মহাহাস্যরব উঠিল। তখন মহারাজ চতু-

র্দ্দিক ক্রোধনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন “যিনি মন্দভাবেন তাঁহার মন্দ হউক।” হে ভদ্রে, হে লর্ড মহোদয়গণ, আপনারা উপহাসকরুন আর যাহা ইচ্ছা করুন, আপনাদের মধ্যে যিনি অতি প্রফুল্লচিত্ত, এবং ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজগণ, তাঁহার কোন না কোন সময়ে, এই বন্ধনী পরিধানঅতিশয় গৌরবের চিহ্ন মনে করিবেন সন্দেহ নাই।” এই বক্তৃতার শেষ হইলে ভূপতি সেই সাধ্বী স্ত্রীকে কতকগুলি কথা দ্বারা, অস্থির করিয়া সকলকে নমস্কার পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তিনি যে রাত্রিতে এই প্রকার মনোগত ভাব প্রকাশ করেন, তাহার অতি অল্পকাল পরেই, চির প্রসিদ্ধ “গার্টর*” নামক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উৎসব ও নিমন্ত্রণ উপলক্ষে, রাজা অপ্রতিহত মনোযোগ সহকারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সে যাহা হউক, তাঁহার ক্যাথারিনের উপর প্রেমানুরাগ সকলকেই জানাইলেন। এদিগে যাহার সহিত স্বকীয় বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল, সেই বালার (৭) পথি-মধ্যে রক্ষার জন্য সৈন্য প্রেরণ না করাতে, তাহার আগমনের বিলম্ব হইতে লাগিল। প্রজাবর্গ ইহাতে বিরাগ ভাব

* ইহাকে Order of the Garter বলে। ইহার সভ্যগণকে Knight of the Garter কহে।

প্রকাশ করিতে লাগিল। বস্তুতঃ হেনলেটের কাউন্ট মহাশয়ের সহিত সদ্ভাব রাখা, ইংলণ্ডের একটি প্রধান হিতকর কর্ম্ম। সুতরাং এই বিবাহের ব্যতিক্রম ঘটিলে, শুদ্ধ রাজার নহে, দেশীয় লোক মাত্রেরই অপমান। এমন সময়ে মন্ত্রীরাজ (৪) মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া, একান্তে কোন গুহ্য মন্ত্রণা করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন।

মন্ত্রী কহিতে লাগিলেন "দেব, আমি হেনলট দেশের কাউন্ট মহাশয়ের নিকট হইতে, উপর্য্যুপরি, কতকগুলি পত্র পাইয়াছি। তিনি সম্বন্ধ পত্র-সঙ্গত কার্য্য করিতে, আপনাকে দীর্ঘসূত্রী দেখিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এবং আপনিও তৎকার্য্যের মীমাংসা হইলে আমার পদ মর্য্যাদা বর্দ্ধনে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার একটির ও সমাধান বিষয়ে আপনাকে উন্মুক্ত দেখিতেছি না।"

এই সকল কথায় রাজার মুখরাগ অন্যতর ভাব প্রাপ্ত হইল। মন্ত্রী ইহা শীঘ্রই বুঝিতে পরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভো। এই সংবাদে আপনি এত অসন্তুষ্ট হইলেন কেন? ইংলণ্ড নিবাসী আপামর সাধারণ সকলেই, যে সম্বন্ধ সংঘটন, প্রতীক্ষার সহিত আশা করিতেছে, আপনার

কটাক্ষ পাতে, তাহার বিপরীত ভাব ও ঘৃণার চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে কেন ?”

এডওয়ার্ড কহিলেন, “ মন্ত্রিবর ! অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় রাজারা ও সমান বস্তুতে সৃষ্ট। উহাদেব মন ও আছে। বলিবকি আমার হৃদয় প্রেমানলে দগ্ধ হইতেছে। এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি যে ক্ষমতা এবং পদ কখনই প্রকৃত সুখের জন্য নহে।”

“ কি, দেব ! আপনার চক্ষু, কি মনকে, অন্যের প্রেমপাশে বদ্ধ করাইয়া, প্রতারণা করিতেছে ? রাজ দত্ত বাক্য কি আর পুনরায় ফিরিতে পারে ? মান, যশ, দেশাচার, তোরা সকলেই বিরোধী হইয়া ইহার নিবারণ কর কুমারী ফিলিপাঁর সহিত পরিণয়, যেন শীঘ্রই হয়।”

“ যদি আপনি রাজ সংসার ভুক্ত সেই সুন্দরীকে* জানিতেন, যিনি আমার প্রেমানুরাগ বৃদ্ধি করিয়াছেন, তবে মহাশয় আর আমাকে ঈদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেন না।”

বিচক্ষণ মন্ত্রী কহিলেন, “ আমি আপনার হিতসাধন ও মান রক্ষা ব্যতীত আর কিছুই জানি না। আমার সরলতা জনিত কর্কশ ভাব, ক্ষমা করিবেন। বোধহয় প্রারব্ধ কার্য্যের শেষ করিতে

২ * ক্যাথারিন হেনলেটর কাউন্ট ও ফিলিপার পিতা।

আর অধিক বিলম্বের কোন বিশেষ অভিসন্ধি নাই।”

তিনি কহিলেন “মহাশয়, ইহার কোন্ প্রয়োজন নাই।” এই বলিয়া রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। “ হায়। অনুমান করি ব-য়সেতে করিয়া, আপনার শোনিত শীতল এবং মন অসাড় হইয়াছে।”

“দেব। আমি যখন অনন্য-কর্ম্মা হইয়া রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনা করি, তখন আমি সাতিশয় প্রোৎসাহিত হই। যদি এই বিবাহ সত্য সত্যই শীঘ্র না ঘটে, তাহা হইলে যাহা হইতে নানা প্রকার উপকার লাভকরিয়া ঋণগ্রস্থ আছেন, ৩এমন একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তির ও বিরাগ ভাজন হইতে হয়। এবং অনুরক্ত প্রজাগণকে ও নিরাশ করিতে হয়। প্রভো, আপনি আপনাকে বিস্মৃত হইতেছেন। ভাবিয়া দেখুন আপনি রাজা এবং ইংলণ্ডদেশের ভূপতি। আমি-ও এড-ও-য়ার্ডকে বলিতোছি। যদি ও তিনি রাজ প্রথানুযায়ী বাহ্যাড়ম্বর বিরহিত, তথাপি তিনি যেন মানব জাতির প্রশংসা ও সম্মানের উপযুক্ত পাত্র হন।”

মহারাজ বাহিলেন, “মহাশয়, আমি তদ্বি-ষয়ে বিবেচনা করিব,। এক্ষণে ছাড়িয়াদেন, আর তিষ্ঠিতে পরি না।”

বৃদ্ধ মন্ত্রী প্রস্থান করিলে পর, মহারাজ টুসেলকে আহ্বান করিলেন এবং ইতি পূর্ব্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল ও তাহার অনুক্তফল সমস্তই তাহাকে জানাইলেন। এত ব্যতীত তিনি কহিলেন, "টুসেল, আমি মনে করিয়াছিলাম, যে তদীয় কন্যার উপর আমার প্রেমানুরাগ তাঁহাকে বলিব। কিন্তু জানি না কি জন্য, আমি তাঁহাকে সেই সকলের পরিচয় দিতে অক্ষম হইয়াছিলাম। ফলে, যদি ও উহাঁর অপ্রতিহত দৃঢ়তা প্রশংসার যোগ্য বটে, কিন্তু উহাতে আমার ক্রোধানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। আমার তাঁহার প্রতি ভক্তি আছে, কিন্তু ঐ সঙ্গে সঙ্গেই, উহাকে ভয় ও করিয়া থাকি।"

"তবে কি আপনি. বৃদ্ধ মন্ত্রির আপাত দৃঢ়তা ও ধর্ম্মের চিহ্ন দেখিয়া প্রতারিত হইলেন। আমার কথায় বিশ্বাস করুন। ঐ লর্ড আপন কন্যার নির্দ্দিষ্ট মূল্যস্থির করিয়াছেন। কিন্তু উহা যুক্তি বিরুদ্ধ আমাকে অনুমতি করুন, তাহা হইলে আমি সেই বাসনা সিদ্ধির নিমিত্ত, এমন সুন্দর উপায় অবলম্বন করিব, যাহাতে মন্ত্রি স্বতই প্রেমভাজন দুহিতাকে আপনার করে সমর্পণ করিবে।" এই বলিয়া টুসেল, রাজাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক। শীঘ্রই মন্ত্রীর অনুসন্ধানে প্রস্থান

করিল। অনন্তর তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তিনি একাকী গৃহে বসিয়া হেনলট্‌ দেশস্থ কাউণ্টের নিকট হইতে যে যে পত্র আসিয়াছিল, তাহা পাঠ করিতে করিতে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। মন্ত্রির যে প্রকার মন ছিল, তাহার অনুরূপই ঐ দর্শকের উপর, তাঁহার চিরাচরিত ঘৃণাছিল, তথাপি তিনি রাজ সংবাদ দাতার কথা শ্রবণ করা, অস্বীকার করিতে পারিলেন না। ট্রুসেল তদনুসারে রাজ সদন সম্ভূত ধূর্ত্ততা, কৌশল এবং চতুরতা বলে, আপনার আগমনের অভিপ্রেত সুন্দর রূপ বর্ণন করিল।

বৃদ্ধ লর্ড গল্পের শেষ পর্য্যন্ত, ঘৃণা ও অমনোযোগের সহিত শ্রবণ করিলেন বটে, কিন্তু তদনন্তর এই বলিয়া উত্তর দিলেন: "উইলিয়ম্‌ ট্রুসেল মহাশয়, আপনি উত্তম রূপে মন্তব্য কথা প্রকাশ করিয়াছেন। মহারাজ আমার তনয়াকে অত্যন্ত ভাল বাসেন, এবং যাহাতে আমি তাহাকে, রাজার ইচ্ছার অনুমত কার্য্য করিতে অনুমতি দেই, তজ্জন্য তুমি আমাকে লওয়াইতে আসিয়াছ?"

"না, না লর্ড আপনি আমার কথা বুঝিতে পারেন নাই। আমি আপনাকে সেই সেই বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্দ্ধারণ এবং এমন স্থলে

আপনি ও ক্যাথারিন্ কি প্রকার ব্যবহার করিবেন, তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আপনি পঞ্চাশৎ বৎসরের অধিককাল পর্য্যন্ত রাজ সহচর হইয়াছেন। যাহা আপনার বোধগম্য হয় না, কি প্রকারে এমন কথা কহিতে পারি? এক্ষণে আপনার নিকট প্রস্তাবিত বিষয়ের ভার দেওয়া গেল, আপনি ইহার যাহা কিছু উত্তর দিলেই, মহারাজের নিকট লইয়া যাই।"

বিচক্ষণ মন্ত্রী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কহিলেন, "আমি উক্ত সংবাদ সত্বরে নিজেই রাজ সমীপে বহন করিব।"

ট্রুসেল কহিল, "লর্ড মহাশয়, আপনি ইহা যথার্থতই মনস্থ করেন না, বোধ হয়। ইহা কখনই হইতে পারে না।"

অনন্তর, তিনি কহিলেন, "আমাদিগের আর অধিক কথাবার্ত্তার প্রয়োজন নাই। মহারাজ শীঘ্রই আমাকে তৎসন্নিধানে দেখিতে পাইবেন।"

ট্রুসেল দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে, এই হতভাগা পিতা শূন্য হৃদয় হইয়া, একেবারে বসিয়া পড়িলেন। মনে মনে কহিতে লাগিলেন "এড ওয়ার্ডের সহিত আমার কন্যার সাক্ষাৎকার লাভ কি তবে এই জন্যই হইবে! তাঁহার কি এই

ইচ্ছা? কিন্তু এমন অপকর্ম্ম করিতে তিনি স্বভাবতঃ অক্ষম দুরাত্মা ট্রুসেল তাঁহার রাজ্যোচিত সদভিপ্রায়কে, দোষ দূষিত করিয়া ফেলিয়াছে। অথবা আমার তনয়া কি রাজার মানসিক হীনতা জানিতে পারিয়াছে? এই প্রেমদুরাগে কাথারিণও কি লিপ্ত আছে, যদি সে এক বার ইহা মনেও করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার এই বৃদ্ধাবস্থাকে নিতান্ত অবজ্ঞেয় করিয়াছে।" এই সকল কথা মনে করিতে করিতে, তিনি যেমন গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছিলেন, তাঁহার চক্ষুদ্বয় তমসাচ্ছন্না রজনীর ন্যায় ঘোরতর হইয়া উঠিল।

কিন্তু তদীয় কন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহার সেই সমস্ত দুঃখজনক সন্দেহের, নিরাকরণ হইল। তখন তিনি স্থির প্রতিজ্ঞ এবং চিন্তাযুক্ত হইয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

সম্রাট, মন্ত্রীকে দেখিয়া, অভ্যর্থনার পর কহিলেন, "মহাশয়, আমার পরম বন্ধু ট্রুসেল, মনের অতিপ্রধান গোপনীয় বিষয়টি, আপনার নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন এবং আমি যে কেবল অনর্থক কাথারিণের বন্ধুত্ব ও প্রভুপরায়ণতার উপর নির্ভর করি নাই, বোধ হয় আপনি তাহাই বলিতে আসিয়াছেন। আপনার কন্যা—"

কথার শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া মন্ত্রি

কহিলেন, “দেব! আমি এখনি তাহাকে রাখিয়া আসিতেছি। সে আমাকে সরল ভাবে সমস্তই কহিয়াছে।”

রাজা তখন অধীর হইয়া কহিলেন, “তবে কি সে আমাকে ঘৃণা করে?”

লর্ড কহিলেন, “মহাশয় আপনার একান্ত বশম্বদ ও ভক্ত ক্যাথারিন্, আপনাকে প্রগাঢ় সম্মান পূর্ব্বক প্রণাম জানাইয়াছে। কিন্তু সে আমার কন্যা, সে সেই প্রসিদ্ধ সেনাপতির (৩) বিধবা স্ত্রী। এবং এই উভয় কুলে যে এপর্য্যন্ত কলঙ্কের সম্পর্ক নাই, এসত্য কথা, ইংলণ্ডাধিপতির স্মরণের জন্য, অন্য কাহাকেও আবশ্যক করে না।”

রাজা কহিলেন, “আমি কি শুনিলাম”

“কেন সত্য কথা মহারাজ! সত্যের শব্দ শুনিবা মাত্রই নীচাশয় ভৃত্যগণ আপনার কর্ণযুগল রোধ করে, কিন্তু এক্ষণে আমার মুখনির্গত যাহা কিছু শুনিতেছেন, ইহা সকলি সত্য। আমার মস্তক আপনার হস্তেই আছে। যদি আমি কোন অপ্রীতিকর কথা কহিয়া থাকি, যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন। আমি প্রায় জীবনের কাল অতিক্রম করিলাম বোধ হয় আর অধিক কাল আপনার পরিচারণা করিতে পারিব না। তবে যে কয়েক দিবস জীবিত থাকি, তজ্জন্য ভয় কি। অন্ততঃ

আমি এই বলিয়া মরিতে পারিব যে কন্যা আমাকে চিরকাল স্মরণ এবং আমার গৌরব রক্ষা করিবে। দেব! আপনি আমার প্রভু, আমাকে যেমন করিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়, তেমনি করুন।”

এডওয়ার্ড উত্তর করিলেন, “হাঁ বিশ্বাস ঘাতক! আমি তোমার রক্ষাকর্ত্তা ও বন্ধু হইব না কেন? তুমি আমাকে কেবল সম্রাটের ন্যায় হইতে অনুরোধ করিতেছ? শীঘ্র তোমার কন্যাকে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা কর, নতুবা নিজে কারা-বাসের নিমিত্ত প্রস্তুত হও।”

মন্ত্রি কহিলেন “কি টাউয়ারে* যাইব? মহারাজ, যুদ্ধক্ষেত্রে, আপনার বক্ষস্থল দিকে তীক্ষ্ণ শর প্রধাবিত দেখিয়া যেমন অকাতরে, প্র-ফুল্ল মুখে আপনার ঢাল, বক্ষও তীরের মধ্যবর্ত্তী করিয়াছিলাম। এক্ষণেও আমি, সেই ভাবে, এই দণ্ডেই তথায় যাইতেছি।”

সম্রাট কহিলেন, “রে দুঃসাহসিক কৃতঘ্ন চুপকর্। অরে রক্ষকগণ উহাকে শীঘ্র কারাগারে লইয়া যাও।”

তখন তিনি রক্ষকগণ বেষ্টিত হইয়া তৎক্ষণাৎ টাউয়ারে আনীত হইলেন। ইত্যবসরে নীল লো-

---

* ইংলণ্ড দেশে যথায় বন্দীগণ রক্ষিত হয় উহাকে টাউয়ার বলে।

রিং নামক এক জন অকুতোভয় নাইট,---যিনি —গর্টর সভার, সম্ভ্রম প্রথমেই প্রাপ্ত হন—বেগে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভার স্বরে কহিলেন, "দেব! আমি কি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম।"

রাজা কহিলেন। "কেন রাজ বিরুদ্ধাচারীর উপযুক্ত দণ্ড হইয়াছে।" "না, না মহারাজ, কি জন্য এবং কি দোষেই বা আপনি স্বকীয় বৃদ্ধ বিশ্বস্থ ভৃত্যের স্বাধীনতা অপহরণ করিতেছেন। আমি যাহার নিকট কথা বলিতেছি, তিনি এডওয়ার্ড হইতে পারেন। কিন্তু এডওয়ার্ড হইয়া, কি বৃদ্ধ মন্ত্রির হস্তদ্বয় লৌহ শৃঙ্খলে ভারভূত করিতে পারেন? ইহার জন্য আপনাকে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে, তখন সমস্তই মনে পড়িবে।"

এমন সময়ে টুসেল গৃহ প্রবেশ করিয়া কহিল "প্রভো, বন্দী মন্ত্রী ক্ষমতাও ভয় দেখাইব বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন, এমন কি তিনি কন্যাকে পত্র লিখিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করিয়াছি।"

রাজা কহিলেন, "নীল মহাশয়, আপনিত স্বকর্ণে শুনিলেন। বৃদ্ধ বিশ্বাস ঘাতক, এমনি

স্পর্দ্ধিত হইয়াছে যে, রাজাকেও ভয় দেখাইতে চাহে। ফলত নাইট মহাশয়, আপনার দুঃসাহসিকতা দেখিয়া আমি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছি। আমি ইংলণ্ডের অধিপতি। সকল প্রজাই আমার বাধ্য হইবে।”

এই সাহসিক নাইট তথা হইতে গমন করিলে, একটি বিস্ময়কর ব্যাপার উপস্থিত হইল। সেই পিতৃপরায়ণা ক্যাথারিন্, মলিনভাবে কম্পিত কলেবরা, আলুলায়িত কেশা এবং অশ্রুমুখী হইয়া এক অপূর্ব্ব মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ পুর্ব্বক, হঠাৎ রাজ পদতলে আসিয়া লুণ্ঠিত হইল।

তখন চীৎকার করিয়া কহিল, “আর্য্য, আর্য্য! আমার পিতাকে পুনঃ প্রদান করুন।” এডওয়ার্ড হস্ত ধারণ পুর্ব্বক যেমন প্রিয়তমাকে উত্তোলন করিবেন, তখন ভর্ৎসনা যেন কতই মনে উদিত হইয়া ললাটে লজ্জার চিহ্ন প্রকাশিত করিল। কহিলেন, “দেবী! হতাশও প্রেমানুরাগী হইয়া, যে সকল কুকর্ম্ম করিয়াছি, তজ্জন্য অপরাধ মার্জ্জনা কর! তুমি স্মরণ করিয়া দেখ, তোমার প্রথম দর্শনাবধি আমার হৃদয়ে প্রেমানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তথাপি তোমার অসম সাহসিক ভর্ত্তার জীবিতাবস্থায়, আমি তাহা দমন করিয়া রাখিয়াছিলাম। স্বামী এক্ষণে পরলোক যাত্রা করি-

য়াছেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে কৃত পাপ হইতে মুক্ত করুন্। কিন্তু এমন সময়েও তুমি আমার আশা এবং যন্ত্রণা অবগত হইয়া কেবল অস্রুজল এবং ভৎর্সনা দ্বারা উত্তর দিতেছ।"

"প্রভো, অস্রুজলই আমার এক্ষণে এক মাত্র অবলম্বন স্বরূপ। কিন্তু ইহাতেও কি আপনার হৃদয়ে দুঃখের সঞ্চার হয় না।"

"কি, উহাতে কি আমার মনকে বিদ্ধ করিতেছে না? প্রিয়ে, ক্যাথারিন, আমার উপর, ত্বদীয় প্রভুত্ব সম্পূর্ণই আছে। তুমি প্রেমের বিরুদ্ধে এমন অকৃতজ্ঞতাচরণ করিতেছ, তথাপি আমি উহার উপর আর নিয়ম চালাইতে সক্ষম নহি।"

সে কহিল, "ভয়ানক সম্রাট, আমি কি অকৃতজ্ঞ? ইচ্ছা হয় যে আপনি আমার মনের ভিতর একবার দেখিতে পান কিন্তু দেব, বৃদ্ধ পিতা লৌহ শিকলে বদ্ধ আছেন ইহা কি ভুলিতে পারি, না উহা আমার পক্ষে উপযুক্ত হয়?"

মহারাজ কহিলেন, "শিকল এখনি ভগ্ন করিয়া দিব, তজ্জন্য চিন্তা কি। আর তোমার পিতা, তাঁহার পূর্ব্ব পদ পুনরায় পাইবেন এবং আমার শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বস্থ মন্ত্রী হইবেন। তাঁহার কন্যা ও—"

"দেব যাহা কহিতে ইচ্ছা হয়, পরে কহিবেন।

আমি তাঁহার কন্যারি কথাও কিছু বলিতে চাহিনে।”

রাজা কহিলেন, “তবে তোমার পিতা—”

“আর্য্য, আমার পিতার আর কেবল মৃত্যু হইতে বাঁকি আছে। যখন হেনল্ট দেশের কুমারী আপনার সিংহাসনে বসিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, ইহাতে আমার কি অধিকার আছে, যে আপনার প্রেম ভাজন হই; অতএব পিতাকে কারা বাস হইতে মুক্ত করুন্, তাহা হইলে আমি চলিয়া যাই। আপনার এই অভাগিনীকে দর্শন জনিত আর কিছু মাত্র ক্লেশ পাইতে হইবে না। পিতাকে আমার হস্তে দিতে আজ্ঞা করুন্, তাহা হইলে জন্মের মত এখান হইতে বিদায় হই।”

প্রেম মুগ্ধ রাজা কহিলেন, “না, যশোভাগিনী ক্যাথারিন্, তোমার পিতার মুক্তি লাভ হইবে। তখন জানিবে, সম্রাট ত্বদীয় প্রেমাভিলাষী এবং প্রেমের উপযুক্ত পাত্র কি না।”

এই বলিয়া, রাজা ক্যাথারিন্‌কে দর্শন মন্দিরে একাকিনী রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি এখানে অনেকক্ষণ উপবিষ্ট থাকিয়া, রাজব্যবহার দর্শনে, বিস্মিত চিত্তে, মনের ক্লেশে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পরিশেষে নীল লোরিং মহোদয় নিকটবর্ত্তী হইয়া মস্তক অবনত পূর্ব্বক

নিবেদন করিলেন, “দেবী! মহারাজ আপনাকে যথায় যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন, সেই পথ প্রদর্শন জন্য অনুমতি করুন।”

সাধ্বী স্ত্রী অতিশয় ভীত এবং কম্পিত কলেবরা হইয়া, আস্তে আস্তে উক্ত নাইট্‌কে আপনার হস্ত দিলেন, এবং অনেক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ শ্রেণী পরিভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে একটি পরমরমণীয়, বৈঠকখানার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন যে এডওয়ার্ড পারিষদ বর্গে বেষ্টিত হইয়া, সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট আছেন। সকলেই এবং রাজা স্বয়ং গার্টর * চিহ্নে ভূষিত ছিলেন। ক্যাথারিন গৃহ প্রবেশ করিবামাত্র, মহারাজ অতিবেগে তাঁহারদিকে যাইয়া, এক হস্তে তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক, অপর হস্ত দ্বারা রাজ মুকুট তদীয় মস্তকে স্থাপন করিলেন।

প্রেম মুগ্ধ রাজা কহিতে লাগিলেন, “প্রিয়তমে! এস ইংলণ্ডাধিপতির সিংহাসনের অর্দ্ধভাগ এবং তাঁহার প্রজাদিগের সমাদর গ্রহণ কর। আমার সঙ্গিনী এবং রাজ্ঞী হও। সৌন্দর্য্য, সত্য এবং ধর্ম্ম, তোমার সিংহাসনারোহণ জন্য আহ্বান করিতেছে। আর আমি তোমাকে তথায় নিবেশিত করিয়া, আমার এবং প্রজাপুঞ্জের ইচ্ছা পূর্ণ

* পাদ বন্ধনী, ইত্যভিধেয় সমাজের সভ্যগণের চিহ্ন।

করিব।', উহারা সকলেই ঈদৃশ কার্য্য, আমার পক্ষে সমুচিত বলিয়া, পোষকতা করিবে। তোমার পিতা শৃঙ্খল মুক্ত হইয়াছেন।" এবং তোমার ও ত্বদীয় পিতার প্রতি আমার প্রভূত অন্যায়াচরণ জনিত, আমি ক্ষতি পূরণে সম্মত আছি।"

নীল লোরিং মহাশয় কহিলেন, "প্রভো, তবে সৌন্দর্য্য, সাধারণের প্রভু বলিয়া, কি আমাদেরও প্রভু হইল ?"

এদিকে ক্যাথারিন্, এই অদ্ভুত পূর্ব্ব, অশ্রুতচর ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, এমনি অভিভূত হইয়াছিলেন, যে তাঁহার কথা কহিবারও শক্তি ছিল না। তথাপি তিনি কহিলেন, "দেব! এ সিংহাসন আমার বসিবার স্থান নহে। সেই হেনল্ট দেশের রাজ কুমারীর জন্য।"

ইত্যবসরে তাঁহার পিতা হঠাৎ দর্শন দিয়া কহিলেন," হাঁ, তিনিই কেবল ঐখানে আসিবেন। কি প্রভো! আমার কন্যা, রাজ-মুকুট গ্রহণ করিয়াছে এবং সিংহাসনারোহণে উদ্যতা হইয়াছে ? এই মূল্যদ্বারাই কি আমার শৃঙ্খল ভগ্ন হইল। আমাকে পুনরায় কারাগারে প্রেরণ করুন। আপনার মান খোয়াইয়া স্বাধীন হওয়া অপেক্ষা, চির জীবন দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাও ভাল।"

মহারাজ কহিলেন, " মন্ত্রিবর শ্রবণ করুন্।

আপনার তনয়াকে আমি গ্রহণ করিয়াছি। সে আমার রাজ্ঞী হইবে। তবে কেন আপনি এমন সুখে বাধা দেন?”

মন্ত্রী কহিলেন, “কি আমার কন্যা রাজ্ঞী হইয়াছে?” তখন পুত্রিকে বিনয় করিয়া বলিতে লাগিলেন; “ক্যাথারিন্ তুমি অসত্য এবং ধূর্ত্ততার সাহায্য করিবে? যাহা এক বার ইউরোপের সর্ব্ব লোক সমক্ষে স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে, কি তুমি রাজাকে উৎসাহ দিবে? আমার কথা শুন এবং যাহা করিলে আমার উপযুক্ত কন্যা হইবে, তাহাই কর। ঐ মুকুট মস্তক হইতে দূরে নিক্ষেপ কর, এবং রাজ পদে প্রণত হইয়া, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। অথবা যদি তুমি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে অপারগ হও, তবে তোমার এ ভারভূত জীবনে প্রয়োজন কি? পরমেশ্বর তোমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন্।”

তিনি এই প্রকার কহিতে কহিতে বক্ষস্থল হইতে একখানি অস্ত্র বাহির করিলেন। ইহা দেখিয়া রাজা যেমন হস্ত ধারণ করিবেন, তিনি অম্নি কহিলেন, “প্রভো, আমার নিকটে আসিবেন না। নচেৎ আমি এই শস্ত্র কন্যার বক্ষে নিহিত করিব। আপনি আমাকে বলুন্, ক্যাথারিন্ আপনার রাজ্ঞী হইবে না। বা—”

ক্যাথারিন্ ইহার পরক্ষণেই, মুকুট উত্তোলন করিয়া, এডওয়ার্ডের পদতলে পাড়িয়া কহিতে লাগিলেন, “দেব ইহা কখনই হইবে না। আপনি প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। দেশজ জাতি মাত্রেরই মান সম্ভ্রম ইহাতে বদ্ধ আছে। আর যদি আপনি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না করেন, তাহা হইলে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া, প্রাণি মৃত্যুর আর সীমা থাকিবে না।” “আমি সেই ক্যাথারিন্। আপনার বিশ্বস্ত এবং অনুগত প্রজাও বটি। কিন্তু আপনার রাজ্ঞী হইতে সাহস হয় না।”

মহারাজ তখন কহিলেন, “তোমরাই যথার্থ সাধু। তোমরাই আমাকে কি প্রকারে রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে হয় শিক্ষা দিলে। সাধ্বী স্ত্রী উত্থান কর। লর্ড মহাশয় আপনিও গাত্রোত্থান করুন। সদাশয় বান্ধব, আপনি এই দণ্ডেই হেনল্টের রাজধানীতে যান্, এবং আমার ভাবী স্ত্রীকে লইয়া আসুন। আপনার স্নেহাস্পদ দুহিতা কখন আমার পত্নী হইবে না। কিন্তু তাহাকে মদীয় রাজ ভবনে উজ্জ্বল প্রসিদ্ধ অলঙ্কার স্বরূপে অবস্থিতি জন্য অনুমোদন করিতে হইবে।”

এই প্রকারে সেই বিপদুন্মুখ, গার্টরের অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড নির্ব্বিঘ্নে সমাহিত হইল। হেনল্টের

রাজ কুমারীও ইংলণ্ডের আবাল বৃদ্ধ কর্ত্তৃক আহুত হইঁয়া, সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। কাল-ক্রমে, তিনি রাজার উপযুক্ত প্রেম পাত্রী হইয়া-ছিলেন। মহারাজ এডওয়ার্ড সেই ধর্ম্ম পরায়ণা ক্যাথারিণের প্রতি চিরাগত অনুরাগের নিদর্শন স্বরূপ, বিবাহের পরেই, পুনরায় "গার্টর" নামক সমাজ কার্য্য আরম্ভ করেন। বিচক্ষণ মন্ত্রী বহু-দিবসাবধি রাজ সংসারে উচ্চ পদে অধিরূঢ় ছিলেন। ক্যাথারিন, রাজ্ঞী ফিলিপার সখীর ন্যায়, রাজ সদনে উপস্থিত থাকিতেন। এবং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত, ইংলণ্ডের অতি প্রসিদ্ধ সম্রাট-গণের শ্রদ্ধাও প্রীতির—পাত্রি হইয়া সুখাতি-পাতে জীবন যাত্রা পর্য্যবসিত করেন।

সম্পূর্ণ।